❖ "আট বছর আগের একদিন" কবিতার মূলভাববস্তু আলোচনা করো।

তমাল কান্তি পাল

বাংলা বিভাগ, ডোমকল কলেজ।

এটি একটি মনোলকধর্মী কবিতা। কবিতাটি সর্বমোট ছিয়াশি পংক্তির। একক উক্তির মধ্য দিয়ে একটি মৃত্যু তথা আত্মহত্যার গল্প বলেছেন লেখক। মাঝে মাঝেই নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়েছে। কবিতাটি শুরু হয়েছে নাটকীয়ভাবে, গভীর চমকে। শোনাগেছে যে কোনও এক ব্যক্তিকে লাশকাটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। লাশকাটা ঘর অর্থাৎ যেখানে অস্বাভাবিকভাবে মৃত মানবদেহের ময়না তদন্ত করা হয়। একেবারে জীবন অস্তিত্বের শেষতম খবরটি নিয়ে কবিতার সূচনা। তারপরের পংক্তি গুলোতেই একেবারের শুরুর কথা বলা হয়েছে। গতকাল ফাল্গুনের রাতের আঁধারে পঞ্চমীর চাঁদ ডুবে গেলে সেই ব্যক্তির মরবার সাধ হল, আত্মহত্যার ইচ্ছে জেগে ওঠে। প্রথম স্তবকেই সময়ের বৈপরীত্য লক্ষ্য করা গেছে। দ্বিতীয় স্তবকে বলা হচ্ছে যে লোকটির জীবনে জাগতিক সবকিছুই ছিল। স্ত্রী, সন্তান, প্রেম, আশা সবই ছিল। সবকিছু থাকা সত্ত্বেও ঘুম ভেঙ্গে যায় কিংবা ঘুম হয় না বহুকাল। সে কি চিরন্তন কোনও ঘুম চেয়েছিল তবে? লাশ কাটা ঘরের ঘুমই কি সে চেয়েছিল? অদ্ভুত বিস্ময়কর এক জিজ্ঞাসার সামনে দাঁড় করান কবি। উঠে আসে বহুকালের মানব সভ্যতার এক দার্শনিক সমস্যা; মানুষ কেন আত্মহত্যা করে। তৃতীয় স্তবকে এসে পূর্ব স্তবকেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। বেঁচে থাকার ক্লান্তি জেগে থাকার ভার বহন করতে হবে না আর। জীবন থাকলে সে জীবনের ভারও থাকে। জীবনকে নানা ঘাত- প্রতিঘাতের মাধ্যমে কখনও কঠিন পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়। এই ভারকে আর বহন করতে হবে না যদি মৃত্যু নেমে আসে। নিস্তবতা আসলে লোকটিকে আত্মহত্যার জন্য উৎসাহিত করছিল কিংবা বলা যায় আত্মহত্যায় বিশ্বস্ত করে তুলছিল। উক্ত স্তবকেই কবি এই হেরে যাওয়া মৃত্যুমুখী চেতনার বিপরীতে জানালেন- "তবুও তো প্যাঁচা জাগে"। গলিত স্থবির মৃতপ্রায় ব্যঙও কিন্তু আরও মুহূর্ত দুই বেঁচে থাকতে চায়। নতুন ভোর, সকালকে প্রত্যক্ষ করতে চায়। একদিকে মৃত্যুর ঈশারা, হাতছানি অন্যদিকে বেঁচে থাকার কঠিন সংগ্রাম, বাসনা এই বৈপরীতেই কবিতা এগিয়ে যায়। এই বিরুদ্ধতা, বিরোধিতা প্রকৃতির সর্বত্র। মশা আর মশারির দ্বন্দ্বেও মশা অন্ধকারে বেঁচে থেকেও জীবনের স্রোতকে ভালোবেসে যায়। রক্ত, ক্লেদ থেকে মাছি উড়ে যায়, শিশুর হাত থেকে মুক্তি পেতে ফড়িং এর জীবন মরণের তীব্র লড়াই সব রয়েছে। অথচ চাঁদ ডুবে গেলে প্রধান আঁধারে অর্থাৎ মাঝরাতে কিংবা যে অন্ধকার বিনাশের, আত্মঘাতী, তার মধ্যেই এই একগাছা দড়ি হাতে অশ্বথ গাছের কাছে একা একা চলে যায় লোকটি। কবি জানান, যে জীবন ফড়িং, দোয়েলের যে জীবন অতি ক্ষুদ্র জীবের, প্রাণের তার সঙ্গেও মানুষের দেখা হয় না। মানুষ এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনের বেঁচে থাকার লড়াইকে দেখে শেখে না কিংবা দেখেনা। দেখলে হয়তো আত্মহত্যাকে বেছে নিত না। এবার কবি জীবন ও মৃত্যুর অসংখ্য লড়াইকে দেখিয়ে পারিপার্শ্বিকতার দিকে ঝুঁকেছেন। বাঁচবার সবরকম লক্ষণ, উপায়কে খুঁজতেই এই ধারাবাহিক প্রশ্নমালা। কবি বলেন অশ্বথের শাখা প্রতিবাদ করেনি? প্রকৃতি এই মৃত্যু কিভাবে মেনে নিল সেই বিস্ময়, অভিমান কবির কথায়। প্রকৃতির সৌন্দর্য, রাতের স্নিগ্ধতায় সোনালী ফুলের বাঁকে জোনাকির ভিড় কিছুই লোকটিকে আটকাতে পারল না। থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা বহুকালের শিকারী পাখি সেও তো

বলতে পারত বুড়িচাঁদ বেনো জলে ভেসে গেছে এবার দু একটা ইঁদুর ধরা যাক। কোনও এক কাজের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেলেও অসমাপ্ত জীবনের টানে ফিরে আসা যেত। জীবনের সেই চরমতম মুহূর্তে মৃত্যুর ঘূর্ণি লোকটিকে নিয়ে গেল অথচ কোথাও কোনও আহ্বান নেই, আশা নেই, বাধা নেই। এই নির্বিরোধ আত্মহত্যাকে কবি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। আমাদের চলে যাওয়ায় যেন এ জগতের কোনও কিছু না। কবির অভিমান ভরা সুরে ব্যঙ্গ ফুটে উঠে। জীবনের ভালো দিকগুলো ছেড়ে, প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের উদযাপন ছেড়ে কিনা শেষে এই মর্গের গুমোটে রক্তমাখা ঠোঁটে থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো বিভৎস পরিনামই বেছে নিল। কবির মনন রাজ্যে ধিক্কার উঠেছে তবুও তিনি শোনাবেন এই মৃতের গল্প। জীবনকে ভালো না বেসে অতি সহজে পলায়ন করাকে কবি মেনে নিতে পারেননি। তিনি জানান যে লোকটি কোনও নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হননি, বিবাহিত জীবনেও কোনও খাদ ছিল না। দাম্পত্যের অসুখ ছিল না কখনই। বধু তার স্বামীকে আবদ্ধ করে রাখেনি। নিজস্ব সময় পরিসরে জীবনের আস্বাদন করবার স্বাধীনতা দিয়েছিল। সাংসারিক অনটনও ছিল না। কবির বিচারে সবকিছু থাকার পরেও যেন বেশি কিছু পেয়ে ধরে রাখবার কিংবা আনন্দে বেঁচে থাকবার পথে যাননি লোকটি। এ এক দুর্ভাগ্যই বটে। কবি বলছেন তিনি জানেন যে জীবনের অর্থ নারী, প্রেম, সন্তান এই সাংসারিক মন্ডলেই সমাপ্ত হয়ে যায় না। অর্থ, কীর্তি, সচ্ছলতাও শেষকথা নয়। আরো কিছু রয়েছে যা আমাদের বিপন্ন করে তোলে। রক্তের ভেতরে খেলা করে। আমাদের ক্লান্ত করে। লাশকাটা ঘরে অর্থাৎ মৃত্যুর পরপারে সে ক্লান্তি নেই। মৃত্যুতেই জীবনের যাবতীয় লড়াইয়ের সমাপ্তি ঘটে। আর সেই জন্যেই কোনও এক বিপন্ন বিস্ময়ের কারণেই প্রশান্তি খুঁজতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন লোকটি। এই বিপন্ন বিস্ময় আসলে আমাদের এক গূঢ় চেতনা, বোধ। সমস্যাটি এখানে আত্মিক, সত্তাতাড়িত। আধুনিক যুগের জটিল যুগ যন্ত্রণায় মনের গভীর অসুখ দেখা দেয়। এই চেতনাটিকে জীবনানন্দ দাশের ধূসর পাণ্ডুলিপি কাব্যগ্রন্থের বোধ কবিতায় ধরা আছে। সমালোচকদের মতে বোধ এবং আট বছর আগের একদিন দুটি কবিতা পরস্পর সম্পর্কিত। কিন্তু বোধের পড়েও মানুষ সমাজ জীবনে বোধকে সঙ্গে নিয়েই চলছে। কবি এখানে আশাবাদী। থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা অশ্বত্থের ডালে বসে তবুও চোখ পাল্টিয়ে বলছে ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার। সেই মৃত্যুর হাতছানি দেওয়া অন্ধকার রাত্তির বিনাশকে উপেক্ষা করে কতকালের প্রাজ্ঞ প্যাঁচা জীবন অস্তিত্বের লড়াই করছে। বুড়ি চাঁদ এক রাক্ষুসে সংকেত। বুড়ি চাঁদকে, মৃত্যুর হাতছানিকে কিংবা উটের গ্রীবার মতও ভৌতিক নিস্তব্ধতাকে উপেক্ষা করেই জীবনের যাবতীয় সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, ভালো লাগাকে নিয়ে থাকতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন-

“আমরা দুজনে মিলে শূন্য করে চলে যাব জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।”

কবিতাটি জীবন মৃত্যুর সংঘাতময় চড়াই উতরাই, বৈপরীত্য কে নিয়ে শেষাবধি জীবনের কাছে ফেরার ইঙ্গিতে শেষ হয়েছে।